সেবা কল্যাণ সংহতি

রাওয়া বার্তা

তৃতীয় বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
জুন ২০২৫
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩২

প্রতিরক্ষা সচিবের সাথে রাওয়া চেয়ারম্যানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

গত ১৫ জুন ২০২৫ তারিখে রাওয়া'র চেয়ারম্যান কর্নেল মো. আব্দুল হক, পিএসসি (অব.) প্রতিরক্ষা সচিব জনাব মো. আশরাফ উদ্দিন এর সঙ্গে সচিবালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাতে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের কল্যাণে ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন, বঞ্চিত অফিসারদের ন্যায়সংগত স্বীকৃতি ও পুনর্বাসন, রেশন ও রেশন ভাতা যুগোপযোগি পুনঃনির্ধারণ ও অপ্রতুল পেনশন ভাতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উভয়পক্ষ ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাওয়াকে নৌবাহিনীর উপহার : প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মাইক্রোবাস হস্তান্তর

গত ২৪ মে ২০২৫, রাওয়া হেলমেট হলে অনুষ্ঠিত হয় রাওয়া'র ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি। এসময় তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ হতে রাওয়ার জন্য একটি ১২ আসন বিশিষ্ট মাইক্রোবাস উপহার প্রদান করেন।

রাওয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় ছয় আসন বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিটের কার্যক্রম চলমান

গত ১০ই মে ২০২৫ তারিখ রাওয়ার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান রাওয়ায় ৬ আসন বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিট স্থাপনের জন্য আশ্বাস প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২৬ জুলাই ২০২৫ তারিখ থেকে রাওয়ার পুরাতন ভবনের নিচতলায় একটি আধুনিক ছয় আসন বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিটের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ডেন্টাল ইউনিটটির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এটি চালু হলে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকরাও মানসম্মত মৌলিক ও আধুনিক দন্তচিকিৎসা সেবা লাভ করবেন।

বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড : মেজর সিনহা হত্যা মামালার রায়

গত ২রা জুন ২০২৫ এ হাইকোর্টে মেজর সিনহা হত্যার শুনানীর রায় প্রদান করা হয়। বিজ্ঞ আদালত নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সকল রায় বহাল রাখেন। অর্থাৎ ওসি প্রদিপ ও এসআই লিয়াকতের মৃত্যুদণ্ড রায়সহ বাকী ছয় আসামীর যাবজ্জীবন বহাল রইলো। মরহুম মেজর সিনহার পরিবার এবং সকল সামরিক পরিবারের সদস্যরা এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রাওয়া'র একটি প্রতিনিধি দল মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল এর সাথে সাক্ষাত করেন রায় পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে।

রাওয়া # ১৭২৫, প্রয়াত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুর রহিম এর পেনশন ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতাসহ যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি গত প্রশাসন বন্ধ করে দেয়। রাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সেনা সদর, এফসি আর্মি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে অবসর ভাতা পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং উত্তরাধিকার হিসেবে তার স্ত্রী মিসেস শিরিন সুলতানা নিয়মিত ভাতাদি প্রাপ্ত হচ্ছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পুনরায় চালু করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সাথে সকল প্রকার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে যা অতি শীঘ্রই চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাওয়া ওয়েলফেয়ার ফান্ড এর আওতায় আর্থিক অনুদান

রাওয়া চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে ওয়েলফেয়ার ফান্ডের আওতায় গত ২ জুন ২০২৫ তারিখ প্রয়াত ক্যাপ্টেন মুদাব্বির হোসেন চৌধুরি (অব.)-এর স্ত্রী মিসেস শিরিন আক্তার চৌধুরিকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

রাওয়া চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে ওয়েলফেয়ার ফান্ডের আওতায় গত ১৫ জুন ২০২৫ তারিখ প্রয়াত ক্যাপ্টেন মো. শাহ আলম (অব.)-এর স্ত্রী মিসেস রোকসানা আলমকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

রাওয়া লেডিস এন্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত অনুষ্ঠান 'স্মৃতির ঝাঁপি থেকে'

গত ২০ মে ২০২৫ তারিখে রাওয়া লেডিস এন্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্স সাব কমিটির উদ্যোগে এ্যাংকর হলে অনুষ্ঠিত হয় ব্যতিক্রমধর্মী এক অনুষ্ঠান "স্মৃতির ঝাঁপি থেকে"। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মিসেস সায়মা ইয়াসমিন। অনুষ্ঠানে লেডিস ক্লাবের সদস্যরা তাদের অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করেন।

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কোরো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৬৮)

রাওয়া'র ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী : সম্মাননা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৪ মে ২০২৫ তারিখ হেলমেট হলে রাওয়া'র ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্মাননা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১১৭ জন ভেটেরান রাওয়া সদস্যকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ১১২ জন বিজয়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল প্রথমবারের মতো তিন বাহিনীর অর্কেস্ট্রা ব্যান্ডের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক আয়োজন। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।